সরকারি কলেজে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মেয়েশিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিতি : একটি সমীক্ষা

সাবিনা তাজমিন চুম্‌কী

সরকারি কলেজে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মেয়েদের অনুপস্থিতির কারণ নির্ধারণ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বর্তমান গবেষণাটি করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ৪টি সরকারি কলেজকে বেছে নেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে প্রতিটি কলেজের উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৫ জন, মানবিক বিভাগ থেকে ১০ জন ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে ১০ জন করে মোট ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ছকে বাঁধা প্রশ্নপত্র দেয়া হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা শ্রেণিকক্ষে অনিয়মিত হতে শুরু করে এবং পরে অধিকাংশ সময়ই অনুপস্থিত থাকে। অনুপস্থিতির কারণ মূলত পারিবারিক ও বাসস্থানের দূরত্ব। সহপাঠীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও অনেকে অনুপস্থিত থাকে। এই গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, মেয়েশিক্ষার্থীদের পরিবারও শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন না এবং কলেজ কর্তৃপক্ষও তাদের উপস্থিতির ব্যাপারে তেমন জোরালো পদক্ষেপ নেন না।

ভূমিকা

সরকারি কলেজের উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণিতে মেয়েদের অনুপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ফলে কলেজের শ্রেণিকক্ষসমূহ মেয়েশিক্ষার্থী শূন্য থাকা একটি নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এমনকি কলেজের সমস্ত বেতন ভাতাদি পরিশোধ করেও তারা শ্রেণিকক্ষে অনিয়মিত।

সরকারি কলেজগুলোতে সাধারণত লেকচার ও আলোচনা পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে পড়ানো হয়। এ অবস্থায় একদিন উপস্থিত থেকে পরবর্তী ২/৩ দিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকায় পড়ার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় এবং শিক্ষার্থীরা পাঠবস্তু ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

Raj-Kamal (2011) তাঁর এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, মেয়েদের অনুপস্থিতি শ্রেণিকে ক্লান্তিকর, নিরানন্দদায়ক ও বিরক্তিকর শ্রেণিকক্ষে পরিণত করে। এই অনুপস্থিতি শ্রেণির গতিশীলতার সাথে সাথে পুরো শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে নষ্ট করে। যখন একজন শিক্ষার্থী শ্রেণিতে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে শিক্ষকদের দেয়া কোনো তথ্য ও কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেয়া উদাহরণ থেকে বঞ্চিত হয়। পরবর্তী সময়ে সে যখন শিক্ষকদের পাঠদানের বিষয়বস্তু জানতে চায়, তখন সহপাঠীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এতে শিক্ষার মান ভালো হয় না। এছাড়া এর ফলে শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না এবং তাদের পরীক্ষার ফলাফলও ভালো হয় না।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সরকারি কলেজে অধ্যয়নরত মেয়েশিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হার ও এর কারণসমূহ নির্ধারণ করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এছাড়া প্রতিবেদনের শেষাংশে কিছু কার্যকর সুপারিশ করারও প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

মানিকগঞ্জ জেলার চারটি সরকারি কলেজের কলেজ প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কলেজগুলো হলো ১. সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, ২. দড়গ্রাম সরকারি ভিকু মেমোরিয়াল কলেজ, ৩. ঘিওর সরকারি কলেজ ও ৪. সরকারি মহিলা কলেজ। সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজ, ভিকু মেমোরিয়াল কলেজ ও ঘিওর কলেজ ডিগ্রি কলেজ, মহিলা কলেজ জেলার একমাত্র সরকারি মহিলা কলেজ। অন্য তিনটি কলেজে সহশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। চারটি সরকারি কলেজের উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণির মেয়েশিক্ষার্থীদের নিয়ে এই গবেষণা করা হয়েছে। সরকারি দেবেন্দ্র কলেজে মেয়েশিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫ শত, সরকারি মহিলা কলেজে প্রায় ১২ শত, ঘিওর সরকারি কলেজে প্রায় ৩ শত, সাটুরিয়া কলেজে প্রায় ১ শত ২০ জন। সময়ের স্বল্পতা হেতু উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে প্রতিটি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৫ জন, মানবিক বিভাগ থেকে ১০ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে ১০ জন করে শিক্ষার্থীকে বেছে নেয়া হয় এবং ছকে বাঁধা প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্যসমূহ মূলত শ্রেণিকক্ষ থেকে সংগৃহীত। তথ্য সংগ্রহের দিন উপস্থিত মেয়েশিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত থাকে, তাদের মধ্যে লটারি করে শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই গবেষণায় যুগপৎ প্রাথমিক (প্রাইমারি) ও মাধ্যমিক (সেকেন্ডারি) তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুপস্থিতির সংজ্ঞা

সাধারণভাবে, কোনো শিক্ষার্থী যখন শারীরিকভাবে শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে নি, তখন সেই শিক্ষার্থীকে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা

অনুপস্থিতির হার

বর্তমান গবেষণার ১০০ জন উত্তরদাতা জানিয়েছে, তারা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালে বিভিন্ন সময় শ্রেণিতে অনুপস্থিত থাকে। সপ্তাহে কয়দিন অনুপস্থিত থাকে, তার পরিমাণ জানতে চাইলে ওরা যা বলে, তা নিচের সারণিতে দেয়া হলো :

সারণি ১ : **অনুপস্থিতির হার**

সপ্তাহে কয়দিন অনুপস্থিত থাকো	**উত্তরদাতার সংখ্যা**
১ দিন	২৭
২ দিন	২৫
৩ দিন	১৯
৪ দিন	১৫
৫ দিন	০৫
৬ দিন	০৯
	N = ১০০

এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণিতে মেয়েশিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি যেকোনো সরকারি কলেজের জন্য একটি উদ্বেগজনক সমস্যা। ১০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সপ্তাহে ২৭ জন ১ দিন, ২৫ জন ২ দিন, ১৯ জন ৩ দিন, ১৫ জন ৪ দিন, ৫ জন ৫ দিন, ৯ জন ৬ দিন শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকে।

অনুপস্থিতির কারণ

মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা আজ স্বীকৃত। কিন্তু এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার। অনুপস্থিতির কারণ জানতে গিয়ে প্রাপ্ত তথ্যে বৈষম্যের খোঁজ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে জানতে ১০০ জন মেয়েশিক্ষার্থীকে ছকে বাঁধা কারণ সরবরাহ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সারণি ২ : **অনুপস্থিতির কারণ**

অনুপস্থিতির কারণ	**উত্তরদাতার সংখ্যা**
শারীরিক অসুস্থতা	২৫ জন
পারিবারিক কারণ	২৮ জন
নিরাপত্তাহীনতা	১৮ জন
বাসস্থানের দূরত্ব	৩২ জন
আর্থিক কারণ	০৭ জন
	N = ১০০

জ্বর, মাথা ব্যথা, পেটের অসুখ ইত্যাদি বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কারণে ১০০ জন উত্তরদাতা শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ জন শ্রেণিতে অনুপস্থিত থাকে। পিতা-মাতা মেয়েদের শারীরিক সমস্যাকে বড়ো করে দেখেন না। ফলে ছোট সমস্যাগুলোই একদিন বড়ো আকারে ধরা পড়ে এবং মেয়েটির পড়াশোনা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

ইসলাম (২০০৭)-এর মতে, 'সাংসারিক কাজকর্ম সন্তান লালনপালন ও পারিবারিক অশান্তির কারণে নারীরা পূর্ণাঙ্গভাবে শিক্ষা কর্মসূচি সমাপ্ত করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। দিনমজুর বা গৃহস্থালি মজুরের কাজ করতে গিয়ে অধিকাংশ মেয়েশিশু শ্রেণিকক্ষে আসতে পারছে না।' বর্তমান গবেষণা অনুযায়ী শতকরা ২৮ জন মেয়েশিক্ষার্থী পারিবারিক কারণে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকতে পারে না। তারা অর্থ উপার্জনে যুক্ত হয় না বটে, তবে ঘরের কাজ ও ছোট ভাইবোনদের দেখভালের দায়িত্ব তাদের ওপর পড়ে।

সিদ্দিকী (২০১০)-এর মতে, 'সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিরাপত্তাহীনতার ইস্যুগুলোর সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সমাজে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পর্যায়ের সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত থাকে। এর মাধ্যমেও কিন্তু এই বিষয়টি আবারও প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীভেদে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার ধরন ও মাত্রায় তফাৎ রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নানামুখী বাস্তবতা বিদ্যমান, যা একটি সমাজে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।' বর্তমান গবেষণাভুক্ত ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ জন নিরাপত্তাহীনতার কারণে শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকে। বিশেষ করে বর্ষা ও শীতের সকাল ৯টায় শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অমিতা দাস (২০০৬) তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, 'গ্রামঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেক সময় স্কুলের দূরত্ব, সময়ক্ষেপণ, যাতায়াত সমস্যা কিংবা বাড়তি পরিবহণ খরচের কারণে মেয়েশিশুর পড়াশুনা ব্যাহত হয়। স্কুলের বাস বা ভ্যান, ছাত্রী হোস্টেল ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা না থাকায় অনেক বাবা-মা প্রতিদিনের এই বিড়ম্বনা এড়াতে মেয়েশিশুর পড়াশোনাই বন্ধ করে দেন।'

বাসস্থানের দূরত্বের জন্য ৩২ জন শিক্ষার্থী শ্রেণিতে উপস্থিত থাকে না। বিশেষ করে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে যাদের বাসস্থান, তারা পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাবে ও প্রয়োজনীয় ভাড়া প্রদানে অপারগ হওয়ায় শ্রেণিকক্ষে আসার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়।

অমিতা দাস (২০০৬) তাঁর প্রবন্ধে আরো দেখিয়েছেন, 'এদেশে মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দারিদ্র্য। সাধারণত দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও এক্ষেত্রে মেয়েশিশুদেরকেই ছাড় দিতে হয় বেশি। বাবা-মা মেয়েকে স্কুলে পড়ানোর খরচ যোগাতে অক্ষম হওয়ায় মেয়েশিশুরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয় কিংবা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগই পায় না।'

বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, আর্থিক কারণে ৭ জন মেয়েশিক্ষার্থী নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে আসতে অপারগ। বিশেষ করে দূরের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ যাতায়াত ভাড়া দিতে না-পারার কারণে তারা নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকতে পারে না।

অনুপস্থিতির জন্য উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের কারণেও কোনো কোনো মেয়েশিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকে :

মাতাপিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে, মাতাপিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা মেয়েশিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতিকে প্রভাবিত করে, যে তথ্যটিকে এ গবেষণায় একটি মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখা গেছে, মাতাপিতা শিক্ষিত হলে উপস্থিতির বিষয়টি তাঁরা গুরুত্ব সহকারে দেখেন এবং তাঁদের কন্যাকে শ্রেণিকক্ষে পাঠানোর ব্যাপারে মনোযোগী হন।

মাসুদুজ্জামান (২০০৭) তাঁর এক গবেষণালব্ধ ফলাফলদৃষ্টে বলেছেন, 'পিতামাতার শিক্ষা, বিশেষ করে মায়ের শিক্ষা নারীশিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূচক।'

সাকলায়েন (২০০৭) এর মতে, 'বাবা-মায়ের শিক্ষা বিশেষ করে মায়ের শিক্ষার সঙ্গে সন্তানের শিক্ষা ও সাক্ষরতার ব্যাপক ইতিবাচক সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একটি গবেষণার ফলাফলের দিকে আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারি, ওই গবেষণায় দেখা যায়, কোনোরকমে লেখাপড়া জানা মায়ের সন্তানদের ২৯.৬ শতাংশ এবং প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া করেছেন এমন মায়ের সন্তানদের ৭৪.৭ শতাংশ সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। আবার মাধ্যমিক স্তর অবধি লেখাপড়া করেছেন যে মায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ৮৭.৮ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন এমন মায়েদের সন্তানদের ৯৯.১ শতাংশই সাক্ষর। সুতরাং একজন মা, তিনি যদি হন লেখাপড়া জানা, শিক্ষার গুরুত্ব তিনি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন এবং ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সব সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি তার সতর্ক মনোযোগ নিবিষ্ট হয়।'

রহমান (২০০৭) তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হারের নিয়ামক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এক্ষেত্রে মা-বাবার শিক্ষার একটি বড় প্রভাব রয়েছে অর্থাৎ দরিদ্র পরিবারে শিক্ষার হার

কম হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে মা-বাবার শিক্ষা। কাজেই নিম্ন আয়ের পরিবারের ছেলেমেয়েরা না-পারছে গৃহশিক্ষকের সহায়তা নিতে, না-পারছে বাবা-মার সাহায্য নিতে।'

সারণি ৩ : **মাতাপিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অনুপস্থিতির হার**

গ্রুপ	উত্তরদাতার সংখ্যা
১	৭৩
৩	১৯
২	০৮
	N= ১০০

সারণি ৩-এ উত্তরদাতাদের মাতাপিতার শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে তাদের কন্যাসন্তানের অনুপস্থিতির হার কীভাবে প্রভাবিত হয় তা দেখানো হলো। এখানে গ্রুপ ১-এ মাতাপিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরক্ষর থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত; গ্রুপ ২-এ শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক; এবং গ্রুপ ৩-এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর।

গ্রুপ ১-ভুক্ত মেয়েরা শ্রেণিকক্ষে সবচেয়ে বেশি অনুপস্থিত থাকে। ১০০ জন উত্তরদাতা শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৩ জনের মাতাপিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরক্ষর থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। মেয়েদের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত না-থাকার বিষয়টি এই গ্রুপের অভিভাবকগণ গুরুত্ব সহকারে দেখেন না। শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক কারণ, নিরাপত্তা, দূরত্ব ও আর্থিক কারণ ছাড়াও মাতাপিতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের কন্যাসন্তানের শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিতির একটি বড় কারণ।

গ্রুপ ২-ভুক্ত শিক্ষার্থীদের মাতাপিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক। এই গ্রুপের ১৯ জন শিক্ষার্থীও বিভিন্ন সময় শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকে।

গ্রুপ ৩-ভুক্ত শিক্ষার্থীদের মাতাপিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। এই গ্রুপের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার মাত্র ৮ শতাংশ, যা সবচেয়ে কম।

যদি মেয়েদের মাতাপিতা উপস্থিতির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা না-করেন, তাহলে শিক্ষক বা কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে একা এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। মাতাপিতা শিক্ষিত হলে তাঁরা তাঁদের মেয়েদের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন।

মাতাপিতার পেশা

Gory Wgatt (1992) তাঁর গবেষণাপত্রে অনুপস্থিতির ব্যাপারে অভিভাবকদের আয়ের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। রহমান (২০০৭)-এর মতে, বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে বিভিন্ন আয়-শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় মাতাপিতার পেশার সাথে অনুপস্থিতির হারের সম্পর্ক সারণি ৪-এ দেখানো হলো :

সারণি ৪ : **মাতাপিতার পেশা**

গ্রুপ	উত্তরদাতার সংখ্যা
১	৬১
২	২৬

৩	১৩
	N= ১০০

মাতাপিতার পেশা শিক্ষার্থীর অন্যতম আর্থিক মানদণ্ড। রহমান (১৪০৯) তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, পরিবারে সম্পদ বেশি হলে স্কুলত্যাগের হার কম হয়। আমরা গবেষণাপত্রে মাতাপিতার পেশাকে তিনটি গ্রুপে দেখিয়েছি।

গ্রুপ ১-ভুক্ত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের পিতার পেশা কৃষিকাজ, জুতার কাজ, চর্মকার অথবা মৃত; আর মাতা মূলত গৃহিণী। তাঁরা যে উপার্জন করেন, তা দিয়ে সচ্ছলভাবে জীবনযাপন সম্ভব হয় না। পরিবারসদস্যদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ করে শিক্ষাখাতে, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে মাতাপিতা আগ্রহী নন। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যাতায়াত ভাড়া দিতে অসমর্থ হওয়ায় অনেক সময় মেয়েশিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। গ্রুপ ১-ভুক্ত উত্তরদাতার সংখ্যা ৬১ জন, যাদের মধ্যে ৬ জনের পিতা মৃত।

গ্রুপ ২-ভুক্ত শিক্ষার্থীদের পিতার পেশা সরকারি চাকুরি, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবী, প্রাইভেট চাকুরি, শিক্ষকতা ইত্যাদি। মাতাদের মধ্যে অধিকাংশ গৃহিণী হলেও ২ জন শিক্ষক ও ১ জন সরকারি চাকুরিজীবী রয়েছেন। এখানে উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল ২৬ জন।

গ্রুপ ৩-ভুক্ত শিক্ষার্থীদের পিতার পেশা ব্যবসায়ী, প্রবাসে থাকেন একজন। এদের মাতা গৃহিণী। গ্রুপ ৩-ভুক্তদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। এখানে উত্তরদাতার সংখ্যা ১৩, যা গ্রুপ ১ ও ২ থেকে কম।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মাতাপিতার পেশার সাথে উপস্থিতির বিষয়টা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যাতায়াত ভাড়া, টিফিন খরচ ইত্যাদি সাশ্রয় করার জন্য অনেক অসচ্ছল মাতাপিতা তাঁদের কন্যাসন্তানের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে দেখেন না। সন্তানকে কলেজে না-পাঠিয়ে ওই সময়ে তাদের উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজন করার বিষয়টি আর্থিকভাবে অসচ্ছল মাতাপিতার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কলেজে ক্লাস করার সময় সকাল ৯টা থেকে ৩টা পর্যন্ত, এই সময়টায় গৃহস্থালি কাজের চাপ বেশি থাকে। এ কারণে অনেক মা তাঁর কন্যাকে কলেজে পাঠাতে উৎসাহী হন না; কারণ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে গৃহপরিচালিকা রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সাধারণত কন্যাই এই ব্যাপারে সহযোগীর ভূমিকায় থাকে। ফলে তারা ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারে না। মাতাপিতাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, শিক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এই শিক্ষাই ভবিষ্যতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। সুতরাং গার্হস্থ্যকাজের ভার চাপিয়ে মেয়েদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটানো তাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার পথে বড়ো বাধা হয়ে ওঠে।

অভিভাবকদের ভূমিকা

অমিতা দাস (২০০৬)-এর মতে, আমাদের দেশে পরিবারে ছেলে ও মেয়েশিশুর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বৈষম্য করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। দরিদ্র পরিবারের যদি একটি সন্তানও লেখাপড়ার সুযোগ পায়, সেটি হয় ছেলেসন্তান। সচ্ছল পরিবারেও অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবেই মেয়েশিশুকে পড়াশোনা করানো হয় না। তাকে ঘরের কাজে মনোনিবেশ করার জন্যই বেশি উৎসাহ দেয়া হয়। অনেক মেয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেলেও ঘরের কাজে ব্যস্ততা, পড়ার সময় না-পাওয়া,

উৎসাহ, যথাযথ যত্ন ও নির্দেশনা না-পাওয়ায় ভালো ফলাফল করতে পারে না। অনুপস্থিতির ব্যাপারে অভিভাবকদের ভূমিকা নিম্নরূপ :

সারণি ৫ : **অভিভাবকদের ভূমিকা**

অভিভাবকদের ভূমিকা	উত্তরদাতার সংখ্যা
মাঝে মাঝে খবর নেন	২৬
কোনো খবর নেন না	৭৪
	N= ১০০

২৬ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবক তাঁদের কন্যার শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকা না-থাকার বিষয়ে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেন; বিপরীতে ৭৪ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবক কোনো খোঁজখবর নেন না।

একজন মেয়েশিক্ষার্থীর সফল শিক্ষা অর্জন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল। স্বাভাবিকভাবেই কলেজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেন শিক্ষক। আর কলেজের বাইরে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেন অভিভাবক। অভিভাবকরা শিক্ষার ব্যয়ভারও বহন করেন। তাই মেয়েদের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির ব্যাপারে অভিভাবকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকরা যদি উপস্থিতির ব্যাপারে খোঁজখবর নেন, তাহলে উপস্থিতির হারটা বাড়বে বলে মনে হয়।

বৈবাহিক অবস্থা

অমিতা দাস (২০০৬)-এর 'বাংলাদেশে নারীশিক্ষার চালচিত্র' প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি, অল্প বয়সে বিয়ে মেয়েশিশুদের শিক্ষাজীবনের সফল সমাপ্তির সম্ভাবনাকে সীমিত করে। মেয়েশিশুকে বোঝা মনে করে কিংবা ধর্মীয় ও সামাজিক চাপে, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারে বাল্যবিয়ের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। ফলে পারিবারিক বিধিনিষেধ, সাংসারিক দায়দায়িত্ব, অল্প বয়সে মা হওয়া ইত্যাদি কারণে মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান গবেষণাভুক্ত মেয়েশিক্ষার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার চিত্র নিম্নরূপ :

সারণি ৬ : **মেয়েশিক্ষার্থীদের বৈবাহিক অবস্থা**

বৈবাহিক অবস্থা	উত্তরদাতার সংখ্যা	অনুপস্থিতির হার
বিবাহিত	২৭	বেশি
অবিবাহিত	৭৩	কম
	N= ১০০	

সিদ্দিকী (২০১০) 'নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, নারীর বাল্যবিবাহ আদিকাল থেকে ঘটে আসা বাস্তবতা। বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ আর ছেলেদের ২১। অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে বাল্যবিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই আইন সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হয় না, বিশেষ করে মেয়েশিশুর ক্ষেত্রে। এখনো অভিভাবকরা মেয়ের জন্মের পরপরই তাঁদের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। বেশির ভাগ মা-বাবা তাঁদের মেয়েসন্তানদের মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে আগ্রহী হন না। আমাদের দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ বাল্যবিয়ে।

সাধারণত উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মেয়েদের বয়স ১৭-এর মধ্যে। অর্থাৎ দেশের প্রচলিত আইনে তাদের বর্তমান বয়স বিয়ের জন্য আইনসম্মত নয়। তাছাড়া সংসারের কাজ শেষ করে বেশিরভাগ বিবাহিত মেয়ের পক্ষে নিয়মিত ক্লাসে আসা সম্ভব হয় না। প্রচলিত সামাজিক রীতি ও মানসিক সংকীর্ণতার কারণে শাশুড়ি তাঁর বৌমাকে এত দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্লাসে যেতে দিতে চান না। তাই বিয়েও একজন মেয়ের শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিতির একটি বড়ো কারণ হয়ে ওঠে।

কলেজ থেকে বাসস্থানের দূরত্ব

মাসুদুজ্জামান (২০০৭) বলেছেন, বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব বেশি হলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। অর্থাৎ অনুপস্থিতির সাথে বাসস্থানের দূরত্ব সম্পর্কিত। ১০০ জন উত্তরদাতা শিক্ষার্থীর কাছে কলেজ থেকে বাসস্থানের দূরত্ব জানতে চাওয়া হয়েছিল। ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো :

সারণি ৭ : **কলেজ থেকে বাসস্থানের দূরত্ব**

বাসস্থানের দূরত্ব	**উত্তরদাতার সংখ্যা**
কাছে	১৮
মোটামুটি কাছে	৩১
দূরে	৫১
	N= ১০০

গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, শ্রেণিকক্ষে মেয়েদের অনুপস্থিতির সাথে বাসস্থানের দূরত্ব, যাতায়াত ব্যবস্থা ও সুবিধাজনক পরিবহণ পাওয়া না-পাওয়া সম্পর্কিত। ১০০ জন উত্তরদাতা মেয়ের মধ্যে মাত্র ১৮ জনের বাড়ি কলেজের খুব কাছে, যারা পায়ে হেঁটে ক্লাসে আসতে পারে। ৩১ জনের বাড়ির দূরত্ব মোটামুটি কাছে, যা ১ কিলোমিটারের মধ্যে পড়ে। এদের বেশিরভাগ রিকশা বা ইজি বাইকে করে কলেজে আসে। ৫১ জনের বাসা কলেজ থেকে দূরে, যা প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার। এরা সাধারণত বাসে করে কলেজে আসে। দেখা যায়, ৯টার ক্লাসে বেশিরভাগ দূরের মেয়ে সময়মতো আসতে পারে না। বর্ষার সময় ও শীতকালে তাদের শ্রেণিতে অনুপস্থিতি আরো বেড়ে যায়।

সহপাঠীর প্রভাব

Harris in Hartnett (2007)-এর মতে, একজন মানুষের মূল্যবোধ তৈরিতে মাতাপিতার চেয়ে সমকক্ষ ব্যক্তিরাই বেশি ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় Peer গ্রুপ বলতে সাধারণত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহপাঠীকেই বোঝানো হয়। দেখা গেছে, উত্তরদাতা মেয়েদের শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিতির একটি বড়ো কারণ সহপাঠীর প্রভাব। তেমন কোনো জোরালো কারণ ছাড়াও বান্ধবী ক্লাসে আসবে না জানলে আরেকজন মেয়েও ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে।

সারণি ৮ : **সহপাঠীর প্রভাব**

সহপাঠীর প্রভাব	**উত্তরদাতার সংখ্যা**
মাঝে মাঝে ক্লাস করা হয়	৭২
প্রায় ক্লাস করা হয়	২৮
	N= ১০০

১০০ জন উত্তরদাতা মধ্যে ৭২ জনের মাঝে মাঝে ক্লাস করা হয় না ও ২৮ জনের প্রায়ই ক্লাস করা হয় না। চিত্রটি ভয়াবহ। ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেও মোবাইল ফোনের কল্যাণে পরীক্ষার সময়সূচি উপস্থিত বান্ধবীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে অনুপস্থিত মেয়েরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

ক্লাসের সময়সূচি

ক্লাসের সময়সূচি অনেক সময় ক্লাসে অনুপস্থিতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক মেয়ে সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠতে না-পারার কারণে সকালের ক্লাসগুলোতে অনুপস্থিত থাকে। শীতে সকালের ক্লাস ও গ্রীষ্মের সময় দুপুরের ক্লাসে তাদের অনুপস্থিত থাকতে দেয়া যায়। মেয়েদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ক্লাসের সময়সূচি তাদের ক্লাস করার পক্ষে উপযোগী কি না। ফলাফল নিচে তুলে ধরা হলো :

সারণি ৯ : **ক্লাসের সময়সূচি**

ক্লাসের সময়সূচি	**উত্তরদাতার সংখ্যা**
হ্যাঁ	৭৯
না	২১
	N= ১০০

ক্লাসের সময়সূচি উপযোগী না-হওয়ায় ৭৯ জন মেয়েশিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারে না। আর ২১ জন মনে করে ক্লাসের সময়সূচি উপযোগী।

উপবৃত্তি

উপবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি উপস্থিতির হারের সাথে সম্পর্কিত। উপবৃত্তি পাবার শর্তাবলির আওতায় সাধারণত এসএসসি পরীক্ষার ফলের সাথে কলেজে শতকরা ৭৫ ভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয়। আমাদের ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে উপবৃত্তি পাচ্ছে ৪৪ জন এবং ৫৬ জন পাচ্ছে না।

সারণি ১০ : **উপবৃত্তি**

উপবৃত্তি পায় কি না	**উত্তরদাতার সংখ্যা**
হ্যাঁ	৪৪
না	৫৬
	N= ১০০

দেখা গেছে, এই ৪৪ জন শিক্ষার্থীও বিভিন্ন সময় ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে। দেখা গেছে, শতকরা ৭৫ ভাগ উপস্থিতির নিয়ম না-মেনেই এখানে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

মেয়েশিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের কিছু ভূমিকা থাকা উচিত। সেক্ষেত্রে তাঁরা কেমন ভূমিকা নেন না নেন সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলে তারা তা জানায়, যার ফলাফল নিম্নরূপ :

সারণি ১১ : **কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা**

কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা	**উত্তরদাতার সংখ্যা**

মাঝে মাঝে পদক্ষেপ নেন	৩৪
কোনো পদক্ষেপ নেন না	৩৮
ক্লাসে শিক্ষকদের জবাবদিহি করতে হয়	২৮
	N= ১০০

১০০ জন উত্তরদাতা মেয়ের মধ্যে ৩৪ জন বলেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে পদক্ষেপ নেন; ৩৮ জন বলেছে, কোনো পদক্ষেপ নেন না এবং ২৮ জন বলেছে, ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষকদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ অনুপস্থিতির ব্যাপারে তেমন কোনো জোরালো ভূমিকা নেন না।

জরুরি করণীয়

১. মেয়েদের অনুপস্থিতির একটি বড়ো কারণ বিয়ে। বিবাহিত মেয়েরা সংসার সামলিয়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকতে পারে না। বিশেষ করে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মেয়েদের বয়স ১৮'র নিচে। এ পর্যায়ে বিয়ে আমাদের দেশের প্রচলিত আইনসম্মত নয়। বর্তমান গবেষণাপত্রে ১০০ জন উত্তরদাতা মেয়ের মধ্যে ২৭ জন বিবাহিত, যে হার কমাবার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে।

২. উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণির মেয়েদের অনুপস্থিতির মূল কারণ পারিবারিক সমস্যা ও বাসস্থানের দূরত্ব। পারিবারকে তথা শিক্ষার্থীর অভিভাবককে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অভিভাবকদের নিয়ে সভা করে উপস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে হবে। বাসস্থানের দূরত্বের জন্য যেসব মেয়েকে কলেজে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়, তাদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. বর্তমান গবেষণায় ১০০ জন উত্তরদাতা মেয়ের মধ্যে ৪০ জন জানিয়েছে, গৃহকর্মে সহায়তা করার জন্য অনেক সময় তাদের অভিভাবকরা তাদের ক্লাসে পাঠাতে চান না। অভিভাবকদের বোঝাতে হবে যে, গার্হস্থ্য কাজ করা কেবল মেয়েদের দায়িত্ব না। এটা ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, ঘরের কাজে সাহায্য করার চেয়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকাটা বেশি জরুরি।

৪. ক্লাসের সময়সূচি, বিশেষ করে শীতের সময় সকালের ক্লাস ও গ্রীষ্মের সময় দুপুরের ক্লাসগুলোতে মেয়েরা অনুপস্থিত থাকে। এই ক্লাসগুলো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে সুবিধাজনক সময়ে রাখতে হবে।

৫. সহপাঠীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক মেয়ে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের তাদের কন্যাসন্তান কার সাথে মেলামেশা করছে ও কী করছে তা খেয়াল রাখবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৬. কলেজ কর্তৃপক্ষকে উপস্থিতির ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। উপস্থিতির হিসেব রাখার জন্য উপস্থিত রেজিস্টার রাখা, যারা অনুপস্থিত থাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করা, অভিভাবকদের সাথে সভা করে তাদের সন্তানদের অনুপস্থিতির বিষয়টি জানানো এবং কী কারণে তারা অনুপস্থিতি থাকে তা জানা ও তার সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে

পরিবারের সম্পৃক্ততা এক্ষেত্রে খুব জরুরি। সাথে সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষকে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করত হবে, যাতে মেয়েরা ক্লাসে আসতে উৎসাহ পায়।

৭. নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতাপিতার শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে, মা শিক্ষিত না-হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষালাভের ব্যাপারে মেয়েরা উৎসাহ পায় না। সেজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সবার জন্য শিক্ষা। এজন্য ব্যাপক বয়স্ক সাক্ষরতা অর্জনের ওপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. উত্তরদাতা মেয়েরা উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে নি। বিশেষ করে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের ওপর কোনোরূপ ব্যবস্থা নেন কি না, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে সংকোচ কাজ করেছে। তাই তথ্য সংগ্রহ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

২. বিদেশে ক্লাসে অনুপস্থিতির ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে দেখা হয় এবং এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হলেও আমাদের দেশে এ ব্যাপারে তেমন কোনো গবেষণা করা হয় নি। ফলে যথেষ্ট রেফারেন্স পাওয়া যায় নি।

উপসংহার

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। আমাদের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ১৫) এটা স্বীকৃত। একজন মানুষ যখন শিক্ষিত হয়, তখন তার নিজের পরিবারের উন্নয়নের সাথে সাথে সমাজ তথা সমগ্র দেশেরও উন্নয়ন ঘটে। নারীর ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষা নারীর জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি তাকে ক্ষমতায়িত করে। শিক্ষিত নারী নিজের ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন ও তার পরিবারকে তাঁরা প্রভাবিত করতে পারেন। শিক্ষা হচ্ছে শক্তি, যে শক্তি পারিবারিক ও সামাজিক সুফল বয়ে আনে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত হবার প্রক্রিয়ায় একটি প্রধান মাধ্যম নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হওয়া। শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিতি যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যই একটা বড়ো সমস্যা। দেখা গেছে, উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণির ক্লাসের শুরুর দিকে ২৫০ বা ৩০০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে ক্লাস করতে যেখানে শিক্ষকগণ হিমশিম খান, সেখানে মাত্র ৩/৪ মাস যেতে না-যেতেই ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০/৪০ জনে নেমে আসে। এসময় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোচিং সেন্টারের আদলে ক্লাস করে থাকেন। ক্লাসবিমুখ মেয়েদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে মানসম্পন্ন করে তুলতে হবে। সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

সাবিনা তাজমিন চুমকী প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। sabinatasmin@yahoo.com

তথ্যনির্দেশ

১. মাসুদুজ্জামান (২০০৭), মাসুদুজ্জামান, বাংলাদেশে নারীশিক্ষার মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে একটি সমীক্ষণ, পুরুষতন্ত্র : নারী ও শিক্ষা, সেলিনা হোসেন, সালমা আখতার, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭; পৃষ্ঠা ২২৩-২৪০।

২. সাকলায়েন (২০০৭), সাইদুস সাকলায়েন, মেয়েদের স্কুলযাত্রা ঝরে পড়া, পুরুষতন্ত্র : নারী ও শিক্ষা, সেলিনা হোসেন, সালমা আখতার, মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭; পৃষ্ঠা ২৬৭-২৭৩।

৩. রহমান (২০০৭), রুশিদান ইসলাম রহমান, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য এবং তার প্রতিকার : আগামী পাঁচ বৎসরে করণীয়, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা, সম্পাদনা রুশিদান ইসলাম রহমান, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা; পৃষ্ঠা ৩-১১।

৪. Wyalt, Gary (1992), Skipping Class An Analysis of Absenteeiom Among First Year Colllege Students, Teaching Sociology Vol 20 (July 201-207).

৫. রহমান (২০০৩), রুশিদান ইসলাম রহমান, শিক্ষা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব : পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, বিংশতিতম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা; পৃষ্ঠা ১-১০।

৬. দাস (২০০৬), অমিতা দাস, বাংলাদেশে নারীশিক্ষার চালচিত্র, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ-এর ষাণ্মাসিক জার্নাল, দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ঢাকা; পৃষ্ঠা ৪১-৪৩।

৭. সিদ্দিকী (২০১০) ড. কানিজ সিদ্দিকী, নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষোড়শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০১০, ঢাকা;

৮. Kamal-Ray (2011), Causes and Structwral Effects of Student Absenteeisib A case Study of Three soutl afri can Universities Jsoc 26 (2), P.49-47.

৯. Hartnett, Sharon (2007), Does Peer Group Identity Influence Absenteeiom in High School Students? The University of North Carolina Press.

১০. ইসলাম (২০০৭), ফখরুল ইসলাম, 'শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য : বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা', বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, চতুর্বিংশতিতম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ঢাকা, বিআইডিএস; পৃষ্ঠা ১২৭-১৪০।